বিজ্ঞান ইন 'হলি' বুক

মো: জামিলুল বাসার

সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত জনৈক ফজলুল হকের একটি প্রতিবেদন ড: বিপ্লব পালের খেদমতে ভিন্ন মতে পাঠানো হয়েছিল। প্রতিবেদনটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে, সম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কৃত মহা বিশ্ব সম্প্রসারণের কথা কোরানে উল্লেখ আছে এবং তার সত্যাসত্য প্রমান করতে বিজ্ঞানীদের ১৪ শত বৎসর সময় লেগেছে ইত্যাদি।

তার বিরুদ্ধে বিপ্লব পাল উল্লেখিত শিরোনামে খসড়া ব্যবহারযুক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। শুধু তাইই নয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছেও আরো বিস্তারিত সমালোচনা পাঠান; সেখানে এও বলেছেন যে, বিজ্ঞান, গবেষণা এবং উহার তথ্য ও তত্ত্ব তার প্রচুর জানা আছে কিন্তু জামিলুল বাসারের মত একজন ইল্লিটারেট মোল্লার কাছে তা বলা প্রয়োজন মনে করেন না, ইত্যাদি।

বাবুর লেখার প্রত্যেকটি লাইনই পাঠক সমালোচকদের কাছে অমূল্য হলেও নতুন কিছু নয়। পালের মত পরীক্ষিত বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীগন পুনঃ পুনঃ এক্সপেরিমেন্টের একই বা নিশ্চিৎ ফল ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ বর্জন না করার খত দিয়েই তিনি এবং তারা পি এইচ ডি'র সনদ গ্রহণ করেছেন বলেই বৈজ্ঞানিক এ্যক্সপেরিমেন্টাল লেখাটির কিছু বিক্ষিপ্ত সমালোচনা নিম্নে:

বাবু তার শেষ পারায় বলেন:

১. **When we took our degree in science, we all take the oath that we would remain faithful to the practice of science-clearly the PhDs who are writing articles on science in religion have violated their oaths. Universities must confiscate science degree from those individuals who would try to discover science in religious books because such attempts are clear indication of their poor training in science and therefore they do not qualify for a science degree. Atheists must push this issue politically to stop the nonsense of science in religion.**

ক. উল্লেখিত বিবরণে প্রকাশ যে নব্য বিজ্ঞানীগন বিজ্ঞান অনুশীলনে রবোট হয়ে থাকার খত দিয়ে অতঃপর সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। বেশ ভালো কথা! [কামরান মির্জার বর্নিত ধর্মীয় রবোটের কথা স্মরনীয়।]

কিন্তু ধর্ম গ্রন্থে বিজ্ঞান খুজতে পারবেন না বা উহাতে বিজ্ঞান থাকলেও তা সমর্থন করতে পারবেন না বা ধর্ম গ্রন্থ বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণাই করতে পাবেন না অথবা বিজ্ঞানের গাবেষনিক ফল কোরানের সাথে মিলে গেলেও স্বীকার করবেন না

অথবা বিজ্ঞানের ফল ধর্ম জগতে রফতানি করতে পারবেন না। এমন কোন থত্ত দিয়েছেন বলে বাবুর লেখায় এক্সপেরিমেন্টাল তথ্য বা তত্ত্ব আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং ধর্মের উপরে বিজ্ঞানমুখী প্রতিবেদন লিখে বাবুর ছিনিয়র জ্ঞাতি ভাইযেরা কিভাবে থত্ত লঙ্ঘন করে মোনাফেক হলেন ? দয়া করে পুনঃ এ্যক্সপেরিমেন্ট করে ডাটা বেজ বর্ননা করুন। ব্যর্থ হলে তার স্ব ঘোষিত ‘দুর্বল প্রশিক্ষন তথা এ্যক্সপেরিমেন্ট’ বিহীন উদ্ভট প্রলাপের জন্য আমেরিকান ইউনিভারসিটি বাবুকে অযোগ্য প্রমান হেতু তার সনদ পত্র বাতিল করবে কি না?

খ. একজন সনদধারী বিজ্ঞানী হিসাবে শেষ লাইনটি অমন না লিখে এমন লিখলে কি ভালো হতো না? Atheists must push this issue scientifically---? এই **push** শব্দটি ফুস, ফায়ার, টেরোরিস্ট ইত্যাদির এ্যক্সপেরিমেন্টাল ডাটা বেজের মৌলিক ভিত্ত কি না? হলে ইনটলারেন্ট মৌলবাদী থেকে ডঃ বাবুরা কতদুল দুরে?

গ. একই থত্তধারী নব্য রবোট জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে যখন মতবিরোধ ঘটে তখন তাদের ফতোয়াঃ ‘কোন ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টরেট সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন গুরুর শিষ্য ইত্যাদি।’ যদিও তাদের জানা আছে যে গুরু বৈজ্ঞানিদের অধিকাংশেরই ইউনিভারসিটি তো দুরের কথা স্কুল-কলেজের সনদ পর্যন্ত ছিল না। আর তারা কারো কাছে রবোটিয় থত্তও দেন নি। অতএব এটা নব্য বিজ্ঞানীদের এ্যাক্সপেরিমেন্ট বিরুদ্ধ ভাবাবেগ নয় কি?

ঘ. সনদে চেহাড়া-ছুরত বা আদি চরিত্র বা আদি রসের প্রধানতঃ তেমন একটা পরিবর্তন ঘটায় না বা ঘটেনি। ওটার গুরুত্ব কারো অধীনে রবোটিয় গোলামী করার যোগ্যতার প্রাথমিক এ্যক্সপেরিমেন্টাল ডাটা বেজ মাত্র। কোন গুরুর শিষ্য, কোন বাপের পুত্র, কতটুকু জ্ঞান-গুনধারি। পাল, কুমার কি পল। তার ইতিবাচক এ্যক্সপেরিমেন্টাল পরিচয় তার চলমান কর্ম ও স্বভাব চরিত্রই প্রধান। সুতরাং সনদ, সংস্থা বা গুরু শিষ্যের দোহাই বিজ্ঞানের আলোতে কিছুটা প্রতারনা মুলক তথা এতদ্দৃষ্টিতে বাবুর বক্তব্য আংশিক স্ব-বিরোধী বলেই মনে হয়।

ঙ. সবচেয়ে বড় কথা ঐ অথটি বাবুর বা আমেরিকান ইউনিভারসিটির নুতন আবিষ্কার নয়। ১৪ শত বৎসর পুর্বেই মুর্খ মোহাম্মদ (সা) ঐ অথটিরও প্রবর্তক [দ্রঃ ১৭:৩৬] উহাই তিল পরিমান সেন্সর (যন্ত্রপাতির সংযোজন) করেই ডক্টরেটগন নকল করে ঘবর্ ভরহফরহমং বলে এযাবৎ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বাস না হয় চৎড়মৎবংংরাব এর হোম পেজের ফুটপাতে লটকানো স্থায়ী বৈজ্ঞানিক সাইনবোর্ডটি উলঙ্গ চোখেও দর্শন করতে পারেন। এক্ষনে অথ নামাটি সরাসরি কোরান থেকে নকল করেছেন বললেই তো ড্যাসিং-পুশিং, এফ বি আই, মামলা মকর্দমার থ্রেড দিয়ে টলারেন্ট এর স্বাক্ষর রাখবেন।

বাবু বলেনঃ

-- Typically when we start doing research as a graduate student, we all had a tendency to speak about our new findings-however as we get seasoned, supervisors would mould us into the domain of science-where experimental data is presented first and when we talk about our `discoveries' as much as experimental data would allow us to speak-not a single discovery we can present without backing-up with repeatable results.

ক. বাবুকে লিখে ছিলাম যে তিনি বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞানীদের উম্মত বা অনুসারী। এতে তিনি বিব্রত বোধ করেই সম্ভবত প্রতিবেদনটি লিখেন। বিজ্ঞানের প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ও আবিশ্কৃত বিষয়বস্তুর তোতা পক্ষীয় শিক্ষা এবং উহাদের দালালী ছাড়া বাবুর নিজস্ব কোন আবিষ্কার আছে কি না? যার বদৌলতে তিনি নিজকে একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী বলে দাবি করতে পারেন? কিছু আবিষ্কার না করেই আবিষ্কৃত বিষয়বস্তু আবিষ্কার করেই যদি নিজকে বৈজ্ঞানিক দাবি করেন তবে তাকে মানষিক ভারসাম্য বিহীন বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষিত ডক্টর ডিগ্রিধারী গন্ড-- বলার অধিকার আছে কি না?

খ. শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাসারের মত ভারসাম্যহীন ও মুর্খকে তার জানা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য জানাবেন না। বাসার একজন মুর্খ তা নিজেই স্বীকার করে এবং কয়েকবার বিভিন্ন প্রতিবেদনে তা স্বীকার করা হয়েছে। তবে বাবাজী! আপনি যে তথ্যগুলি জানেন তা কি আপনার নিজস্ব আবিষ্কার? **New findings**? না ধার, মুখস্ত করা? আপনি ছাড়া অন্যের কাছ থেকে তা পাওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তবে তো ইল্লিটারেট হলেও বাসারকে 'ইল্লিটারেট' বলা অগাবেষনীক।

বাবু বলেনঃ

Interesting to note, some of such nut-heads bring the name of famous scientists who were admirer of religion. For examples, Openheimmer or DCG Sudarshan was fascinated Gita, Abdus Salam was a devoted Koran follower in his old age, But they liked religious texts because of its philosophy of life and certainly not for `science in religion.' I can not think of any leading scientist who claimed he found scientific laws in religious texts! Mostly some second rated mentally imbalanced people with PhD degree in Science wrote several books to prove traces of modern science in religious books.---.

ক. ওপেনহাইম্মার ও সুদর্শনও ঐ একই বৃদ্ধ বয়েসে গীতা ভক্ত হয়েছেন কি না তা বলেননি। পক্ষান্তরে আব্দুছ ছালাম বাধ্যক্য হেতু কোরান ভক্ত হয়েছেন। অবিকল যুক্তি দিয়ে কোথাও লিখেছিলেন যে, জাতির প্রতিস্টাতা শেখ সাহেব সংসদ ভবনে কোন এক কালে স্পীকার সাহেদ আলীকে চেয়ার দিয়ে আঘাত করেন। মুহুর্তে রক্ত বয়ে যায় এবং রক্ত বন্ধ করতে না পারায় ৩দিন পরে স্পীকার মারা যান। ব্রাকেটে লিখেছিলেন স্পীকারের ডায়বেটিক ছিল। অর্থাৎ তিনি এ্যাক্সপেরিমেন্টাল ডাটা দিয়ে

বুঝাতে চাচ্ছেন যে, শেখ সাহেব গুন্ডা, খুনি ছিলেন না। তার চেয়ারের আঘাতে নয় বরং তার ডায়বেটিকই তার মৃত্যুর প্রধান আলামত ছিল। তদ্রূপ আব্দুছ ছালামের বৃদ্ধ বয়সটিই ধর্মানুরাগের প্রধান কারন বলতে চাচ্ছেন। বাক্যটি বিজ্ঞানের আলোকে কাটা ছিঁড়া করলে এমন বাক্যও আবিষ্কার করা সম্ভব যে: বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিভ্রম বা মতিভ্রম হয়েছে।

অবিকল একটি ফতোয়া মাআব্দুর রহিম ও সায়খ আজীজুল হকও গভীর ও সুক্ষ্ম বিচারে বলেন যে, 'হযরত আবুবকরের হাদিছ পোড়ানোর প্রধান অন্যতম কারন 'বিশেষ মনস্তাত্বিক ও মানষিক অবস্থার পরিনাম।' অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস যে, আবুবকরের মাথা খারাপ হয়েছিল বলেই হাদিছ পুড়িয়ে ছিলেন। সালাম সাহেবের মত এটম বৈজ্ঞানিক যখন ঐ বয়েসে লাইফের ফিলোসফি হিসাবে শেষ পর্যন্ত ধর্মবিজ্ঞানকে গ্রহন করেছেন। তখন পালেরও ঐ বয়সে এমন হওয়ার আলামত বিজ্ঞান সম্মত কি না?

খ. **Philosophy of life** না লিখে বরং **Philosophy of religion** লিখলে আপনার ধৃষ্টতা ধরা পড়তো না। ছালামদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বা এক্সপেরিমেন্ট করেই কি তাদের সম্বন্ধে বক্তব্যটি লিখেছেন? না আমিনী, ছাইদিদের মত গায়েবে বিশ্বাস করে বা স্বপ্নে পেয়ে মন্তব্যটি করেছেন? এরূপ হলে আপনার সনদ পত্রটি বাতিল যোগ্য কি না?

গ. ধর্মগ্রন্থে ব্লাড-সুগার, চাপ, তাপ ইত্যাদি মাপার যন্ত্র, ক্যামেরা, হাতুরী-বাটালী, কেচী-ক্ষুরের ছবি নেই সত্য এবং উহার প্রয়োগ পদ্দতী নেই, তাও সত্য। কিন্তু পরীক্ষা-নিরক্ষা বিহীন মূর্খ নবী কি করে। কোন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আজকের সত্যটি ১৪ শত বৎসর পুর্বেই বলে গেছেন। তবুও মোহাম্মদ এবং তার লেখার প্রতি হিংসা বৈ তিল পরিমান আগ্রহ-কৌতুহল বাড়েনি। মোহাম্মদ বা নবীগন যন্ত্র বিহীন কেমন বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা প্রমান করার যন্ত্রপাতি এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি, তবে হবেন বৈ কি। সুতরাং আরো যা আছে তা আবিষ্কার ও স্বীকার করতে আরো কত হাজার ১৪ শত বৎসর লাগবে। আর যদি ভাবেন যে নিজস্ব বয়স কালটিই শেষ কাল। ডিগ্রীটিই শেষ ডিগ্রি তবে সে আলাদা কথা বটে।

ঘ. রাসাদ খলীফা কর্তৃক কোরানের বৈজ্ঞানিক কম্পিউটার গবেষনার ফল সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখেছেন বলে আমার জানা নেই; সম্ভবত তা চোখে পড়ে না এবং পড়বেও না।

ঙ. ভাষা সৃষ্টি একটি বিজ্ঞান; প্রতিটি বর্নই মহা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সেই বিজ্ঞানের ভাষায়ই ধর্মগ্রন্থাদি লেখা; উহার প্রত্যেকটি বর্ন-শব্দই তো বিজ্ঞান। বুঝি না বলে উহাতে কিছু নেই বলা শিশু সুলভ বা বিকৃত মগজের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি বলা যায়।

কোরান সম্বন্ধে যত মন্তব্য করেন তার সবই মোল্লা ইন্টারপ্রেটারদের উপর ডটাবেজ গবেষণা বিহীন অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করেই, তাই না? এবং তারাও আজ পর্যন্ত সংক্ষেপ শব্দগুলির ইন্টারপ্রেট করতেই সক্ষমই হন নি। যার কারণে উহাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারছেন না। গ্রন্থের ভাষাই জানেন না। সুতরাং মোল্লাদের উপর ঈমান এনে যে মন্তব্য করেন তা মোল্লাদের মোল্লা বা তাদের ছেলে- শিষ্যদের মত হওয়াই তো বিজ্ঞান সম্মত। অতএব ফলাফল 'মৌলবাদের এপিঠ-ওপিঠ। সম্প্রতি 'পৃথিবী বিছানার মত লম্বা চ্যাপটা' অনুবাদটি নিয়ে অক্লান্ত রিসার্স পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছেন। মনে পড়ে? পড়বে না। কারণ বাসারের একটি মাত্র প্রতিবেদন পি ডি এফ ফরমাটে পেয়ে পড়তে পেরেছেন। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছেন যে, বাকিগুলি পড়েননি বা পড়তে পারেন নি। যদিও আপনার আমলের সকল প্রতিবেদনই পি ডি এফ ফরমাটেই পাঠানো হয়েছিল এবং তা নিয়মিত পোস্ট করেছেন যা আমরাও পড়তে পেরেছি।

চ. 'ফিলোসফি অব সায়েন্স' বলে কিছু স্বীকার করেছেন। বিষয়টি কি গবেষণা ভিত্তিক? অতএব 'সায়েন্স অব ফিলোসফি' বলতে কিছু থাকা স্বাভাবিক বটে। এবং সেখানে জায়ান্ট ক্যামেরার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তার পরও আছে: ইকনমিক সায়েন্স, সোসাল সায়েন্স, হিষ্ট্রি সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, জিওগ্রাফি সায়েন্স, জুওলজি সায়েন্স, পারিবারিক সায়েন্স, যৌন সায়েন্স, কুকুর, বিড়াল সায়েন্স, আর্ট কলা-মুলা সায়েন্স ইত্যাদি যার সবগুলিই কোরানে বর্তমান। অর্থাৎ যে আয়াতটিই পড়বেন সেখানেই সায়েন্স; সায়েন্সই সায়েন্স। এমন অবস্থায় রিলিজিয়াস সায়েন্স বা সায়েন্স অব রিলিজিয়ন স্বীকার করতে পালদের দম বন্ধ হয়ে আসার কারণ অজ্ঞাত। হয়তো বা রবোটিয় খত দেয়া সনদ হারাবার ভয়ে? না অন্য কিছু?

'যেখানে দেখিবে ছাই
খুঁজিয়া দেখিবে তাই
পেলেও পেতে পার
অমূল্য রতন।'

অনুরূপ আয়াত কোরানে কয়েক হাজার বিদ্যমান। উল্লেখিত আয়াতটি পড়ে যদি কেহ বলে যে, ছাই কি। কোথায়। চুল্লির ছাই কি চিতার ছাই। কত ডিগ্রী তাপে ছাই হয়। ছাইর ইনগ্রিডিয়েন্টস কি কি। ইত্যাদির এ্যাক্সপেরিমেন্টাল কোনই ডাটা বেজ আয়াতটিতে নেই। ছাই খুজে কিছু পাইনি। সুতরাং ওখানে বিজ্ঞানের 'ব'ও নেই। ডিগ্রীধারী এমন বিজ্ঞানীদের মূর্খ বলা কি ইল্লিটারেটদের দায়িত্ব নয়? আর হ্যা। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, আকাশ-পাতাল, গাছপালা-পশু-পক্ষি, দিন-রাত, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-অসৃষ্টি; অতীত, বর্তমান, ভুত-ভবিষ্যৎ; এমন কোন বিষয় বিজ্ঞান নেই যা কোরানে উল্লেখ, ইঙ্গিত নেই।

তবে অতীব স্মরনীয় যে কোরান প্রধানতঃ চতুর, শিক্ষিত,লিমিটেড শিক্ষিত, তোতাপাখী শিক্ষিত এবং নিয়ত ধারাপী, বদুদ্দেশ্যধারী ধুরন্দর, দালালদের জন্য নয়। কোরান তা বার বার শতর্ক করে দিয়েছে। বরং নম্র, ভদ্র, বিনয়ী; সহজ-সরল, নিঃস্বার্থ, ত্যগী, মানবতাবাদী ছোট-বড় জ্ঞানীদের জন্য।

ছ. 'ধর্ম' বিজ্ঞানকে চরমভাবেই সমর্থন করে।বালু কণা, যৌগ কণা বলেন, ছোট-বড় ব্যাঙগ বলেন। সবই তো বিজ্ঞানে ডুবন্ত। আর বিজ্ঞান ডুবন্ত জ্ঞানে; জ্ঞান ডুবন্ত অজানা, অদৃশ্য ধ্যানে (আল্লাহ,খোদা, গড, ঈশ্বর,ভগবানে)। সৃষ্টির সকলেরই ধর্ম আছে। পিঁপড়া-মৌমাছিটিও মহা বৈজ্ঞানিক। করুন না অবিকল অনুরূপ একফোটা মধু তৈরী। ধর্ম বিজ্ঞান-বিজ্ঞানই ধর্ম; তা চরমভাবেই স্বীকার্য্য। কিন্তু মিঃ পালের বিজ্ঞান সুত্র প্রধানতঃ শাব্দিক,তোতাপাখীয় এবং বিবেক বর্জিত দালালী ব্যবসা সুত্র মাত্র। চতুর কুট-বুদ্ধি ছাড়া সহজ সরল সাধারন-অসাধারন জ্ঞানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; বরং বিরোধ। অদৃশ্য জ্ঞানের পরিস্ফুটন বা জ্ঞানের বাস্তব রূপ বা ফলই বিজ্ঞান; যাতে জীব সমাজের কল্যান ছাড়া অকল্যান কোনভাবেই প্রমান করা যায় না। সনদ না থাকলেও বিজ্ঞ-অভিজ্ঞজনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক। পক্ষান্তরে ৯টি ডিগ্রীধারী গনমানুষের কন্যা ডাটা ব্যাসিজ বিশ্বের শ্রেষ্টতম বৈজ্ঞানিক। অতঃপর মিঃ পাল। তাই না?

মিঃ পাল পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কোন কিছুই স্বীকার সমর্থন করেন নি। করেন না, করবেন না। কারন তিনি অর্থ-খন্ড প্রযুক্ত শিকলিত, লিমিটেড বৈজ্ঞানিক। তাই তিনি কোথাও লিখেছিলেন যে, লালনের দর্শনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষা ছাড়া স্বীকার করবেন না এবং করেননি। এহেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তার গুরু-দাদা সমতুল্য কতিপয় প্রতিষ্টিত বিজ্ঞানীদেরও বহত ঝেড়েছেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ ধর্ম ও কোরানের বিরুদ্ধে নিবেদিত হয়ে আছেন; অর্ধ শিক্ষিত বাসারকে 'ইল্লিটারেট মোল্লা' বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাতে বাসার কিছুই মনে করেনি বা তাতে ডঃ পালের [পি এইচ ডি, (বিজ্ঞান,আমেরিকা)] উপর ভালোবাসা ভক্তি শ্রদ্ধারও কোন কমতি হয়নি বা হবে না। অতএব পুনঃ পুনঃ গবেষনালব্দ ঐ একই যুক্তির খাতিরে নিম্ন বর্নিত ডাটাবেজ প্রশ্ন করার অধিকার বিজ্ঞান সম্মত বলেই মনে হয়। উত্তর দেয়া না দেয়া তার অভিরুচিঃ

১. যন্ত্রপাতি নির্ভরশীল বিজ্ঞান-গবেষনায় প্রমান করেছেন যে, কুকুর-শুওরের বীজ ও মানুষের বীজে কোনই পার্থক্য নেই বরং অবিকল ও সমানে সমান [শেষ পরীক্ষার ফলাফল জানা নেই।] সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'আমি কে' সম্বন্ধে বহবার মূল্যবান আধ্যাত্বিক বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন; তাই না? হ্যাঁ।-এবার বলুনঃ

ক. এযাবৎ যাকে বাবা ডেকে আসছেন তিনিই কি দৈত্য ক্যামেরায় স্ব হস্ত-চোখে বিজ্ঞান পরীক্ষিত জন্মদাতা?

খ. কোন বীজটি থেকে আপনার উৎপন্ন। তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা-রিসার্স করে নিশ্চিৎ হয়েছেন কি না?

গ. হত্যা; চুরী, ডাকাতী, ছিনতাই, অত্যাচার; মিথ্যা, অহঙ্কার, লোভ, ঘুষ, বলৎকার, টাউট-বাটপারী, দালালী; অর্থাৎ সু-কু, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের ইত্যাদির জায়ান্ট ক্যামেরা বা ল্যাবরেটরী গবেষণার উপাত্ত, স্বরুপ ও ফলাফল কি?

ঘ. পারিবারিক সেক্স সম্বন্ধীয় আর একটি প্রশ্ন আছে! পুনর্বার তা লিখতে চাই না। কারণ তা ২/৩ বার প্রকাশ করা হয়েছে।দয়া করে সেটিও এতদসঙ্গে যুক্ত করে উত্তর দিন?

উল্লেখিত ডাটাবেজের অন্তত এবং কমছে কম যে কোন একটির বৈজ্ঞানিক গাবেষনীক ভিত্তি যদি আপনার না থাকে! তবে আমেরিকান ইউনিভারসিটি কেন মোনাফেক ঘোষনা করতঃ আপনার পি এইচ ডি সনদ অবৈধ বলে বাজেয়াপ্ত করবে না?

বিজ্ঞানের কথা বলে বলে অনেকের জীবনের ১২ আনাই মিথ্যা প্রমান করার ব্যর্থ চেস্টায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু সাতার না জানলে যে ১৬ আনাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় তা ঝড় বা উত্তাল ঢেউয়ে না পড়া পর্যন্ত আপনাদের স্বীকার করানো যাবে না! কারণ আপনারা অথ-ক্ষত দেয়া বৈজ্ঞানিক লিমিটেড মোল্লা অথবা কামরান মির্জার রবোট! মহা মান্য হকিংসগণ ১৪শ বৎসর আগেই যদি বিতর্কীত আয়াতটির আলোকে গবেষণা কাজ চালাতেন তবে আজকের দিনটি ১৪শ বৎসর সামনে এগিয়ে থাকতো।

ডঃ পাল!

মুদ্রা দোষ বলতে একটা মুদ্রা বিজ্ঞান আছে; মানেন তো! বরিশালের দক্ষিন অঞ্চলে নিকট আদিতে কিছু মগ বসবাস করতেন। তারা শত চেস্টা করেও 'গোলালু' বলতেই পারতেন না। পুর্বাঞ্চলের রসিক চতুরগণ তাদের দেখলেই ফান করে বলতেন যে, 'হে! 'গোলালু' বলতে পারলে ৫ সের রসগোল্লা পাবি।' ওরা আপ্রাণ চেস্টা করতো কিন্তু বলতে পারতো না। বার বারই মুখ থেকে বের হতো 'গোরালু;' রসগোল্লার লোভে মগ নিজের মনকে বার বার কমান্ড করতো যে, মন! দোহাই তোর! ঠিক করে বল! ৫ সের রসগোল্লা পাবি! গো- গো-গোরালু । বিষয়টি পাঠকদের সাময়িক আনন্দ দিলেও হতাস করবে এই জেনে যে, ডঃ পালেরও সেই মুদ্রাদোষটি গবেষণায় ডাটাবেজসহ ধরা পড়েছে; শুধু মুখই নয় বরং তার চোখে এমনকি হাতেও ঐ দোষটি বিদ্বমান।

অনেকেরই এ্যাক্সপেরিমেন্টাল প্রমানঃ যার লেখাই তার বিরুদ্ধ বা মনপুত না হয়। তার নামটিই তিনি বিকৃত করে লিখেন। একই অভিযোগ পুর্বেও দু'বার করেছি, পর পর উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকজন লেখকও করেছেন। কিন্তু ডক্টরের 'গোরাল্লু' আজও সংশোধন হয়নি। তার হাত, চোখ ও মুখের কোন অনুশোচনা নেই, এমন কি আক্ষরিক বা সাহিত্য-উপন্যাসিক লাজ লজ্জ্যারও স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। সুতরাং কোন রসিক লেখক ইচ্ছা করেই 'পাল' এর 'পা'র স্থলে যদি 'বা' লিখেন। তাতে তার বৈজ্ঞানিক রিসার্স, এটম বা জায়্যান্ট ক্যামেরা দিয়ে ঠেকানোর কোন পথ নেই। আশাকরি মুদ্রাদোষটি এবারে রসগোল্লা ছাড়াই সংশোধন হবে।

৫০ বৎসর বয়সোর্ধ বাংলাদেশীদের গ্রাম-গঞ্জের বাজারে লিমোনেডের বোতলের পরিচয় আছে; ছোট বেলায় আমরা বলতাম 'লেবেনেড,' যার গলায় একটি মার্বেল থাকে সেটি এমনভাবে আটকানো যে, বোতলটি না ভাঙ্গা পর্যন্ত বোতলের তলদেশে কিম্বা বাহির করা যায় না।আমরা সুতো ও শস্যার তেল দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করে বের করার চেস্টা করতাম। বোতলটির তফসীর করার কারন বহুদিন পুর্বেই উহা অবলুপ্ত হেতু অনেকেই চিনেন না বলে এই প্রবাদটি বুঝতে পারতেন নাঃ 'আকাশে উড়োজাহাজ কেমনে চলে তা বুঝি। পাতালে ডুবো জাহাজ কেমনে চলে তাও বুঝি। কিন্তু লেবেনেড বোতলের গলায় কি করে মার্বেলটি ঢুকালো। আর কি করেই বা বোতল না ভেঙ্গে বের করা যায়। তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

অনুরূপ বহু বহু দিন যাবৎ বাবাজীর একচেটিয়া বিজ্ঞান-রিসার্স শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে গেল। রিক্ত হস্তে বহুত শিক্ষা উজাড় করে দিলেন, নিলেন না কিছুই। এযাবৎ কাল অনেক কিছুই শুনলাম, সব কিছুই বুঝলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না তার মত একজন বিজ্ঞান পি এইস ডি ধারী বৈজ্ঞানিক বাউড়া ব্যবসায় কেন আত্মনিয়োগ করলেন। বয়সটাই হয়তো বা দায়ী। [পুলিশের দালালদের 'ইনফরমার,' বিয়ের দালালদের 'ঘটক' আর বেশ্যাদের দালালদের আঞ্চলিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'বাউড়া' বলে।]

যতদুর জানি ভিন্ন মত একজন বাংলাদেশীর সৃস্টি। বিশ্বাস করার যুক্তি আছে যে, তিনি নিজে পুর্বের মতই সাইট অপারেট করলে কোন মতেই 'পশ্চিম বাংলা' হোম পেজের চুড়ায় বসাতেন না। যা নিতান্ত স্বাভাবিক; আর জার্নালটির অধিকাংশ পাঠকই বাংলাদেশী। অথচ ভাড়াটে অসাম্প্রদায়িক (?) বাবু বসেই পশ্চিম বাংলাকে চুড়ায় বসালেন। কবি নজরুলকে বসাতে রিসার্সে লম্বা সময় ক্ষেপন করেছেন। লাইফ থ্রেড, এফ বি আই'র খড়-পাকড়, মামলা মকর্দমা, জুজু বুড়ীর অজুহাতে ধর্মবিজ্ঞান ক্ষেত্রটি বিলোপ করে বাউড়া ব্যবসার যৌন বিজ্ঞান বসিয়ে দিলেন। সদালাপের বিরুদ্ধেও মামলা মকর্দমার হুমকি দিয়ে বর্তমানে ক্লান্ত।
ভিন্ন মত বাস্তবিকই নির্দিস্ট ভাড়াটের তান্ডবে অতীতের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভাড়াটেরা সব কালেই সাম্প্রদায়িক ও গহীন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য ভিত্তিক। কারন তাদের মুখে হরি, গলায় দেবতার দেহের চামড়ার ঢোল। আর একদল ভাড়াটে সম্প্রতি সারা বিশ্বে

শান্তির নামে স্ব-জ্ঞানে, সেচ্ছায় অকাতরে মুসলমান হত্যা করে মুসলমানদের সাহায্য করছেন।দ্রঃ ডঃ আলী সিনা] বাবুর এ্যক্সপেরিমেন্টে তিনি মহা জ্ঞানী।

সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগের ঘোষনা দিলেই কি ৮৪ লক্ষ জেনী ভেদকারী দেহটির রক্তে গড়া মন-মগজের আচমকা পরিবর্তন সম্ভব? আরো দু'চারটি জেনী ভেদ ছাড়া? বিজ্ঞানে আছে এমন কোন ডাটাবেজ তথ্য-সুত্র? সন্দেহ হয় প্রতিবেনটি পোস্ট করবেন কি না। কারন পাঠানো দু-দু'টি লেখা এখন পর্যন্ত পোস্ট করেননি।

ময়লা খুলে কয়লা যায়;

কয়লা খুলে কি ময়লা যায়? (বিজ্ঞান পরীক্ষা প্রার্থনীয়)

দাদা বাবু

পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে নিজের উপরে নাস্তিক ফতোয়া দিয়েছেন এবং উহার সত্যায়নের জন্য গরু দেবতার গোস্ত পর্যন্ত খেয়েছেন এবং তার বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন। কিন্তু 'মাস্ট পুশ' করতে করতে যখন একদিন আত্মঘাতী মুজাহিদ হয়ে, ডেথ আসামী হয়ে ধরা পড়বেন (নিশ্চিত নয়)। তখন স্ব-রাস্ট্র প্রতি মন্ত্রী অথবা ডি সি, দারোগা আদি পরিচয় জানার জন্য আপনার দেহ মোবারকের বিধুবিধ অঞ্চল দর্শন করে সুরত হাল ডাটা রিপোর্টে অবশ্যই 'নাস্তিক' লিখবেন না। হিন্দু, পৌত্তলিক, বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদি খৃস্টান ও মুসলমানগন ঐ অঞ্চলের একই পতাকার দু'টি ভিন্ন ছিদ্রিল দখল করে আছেন। দরকার মত উহা দর্শন করে আপনাকে অন্তত বাংলা-পশ্চিম বাংলায় আস্তিক বা পৌত্তলিক বলেই সনাক্ত করবেন, নাস্তিক হিসাবে নয়। তখন স্ব ঘোষিত ও স্বীকৃত ফতোয়াটি অবৈজ্ঞানিক প্রমান বসতঃ কাজ করবে না। সুতরাং নাস্তিকদের ঐ মেরুতেই বিজ্ঞান সম্মত একটি নিশানার জরুরী দরকার আছে বলে আজও গুরুত্ব দেন নি। কিছু মনে করবেন না উহার ব্যতিক্রম পথও খোলা আছে। তবে উহাতে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত স্থায়ী ফল দেবে না।

ডক্টরেট বাবু।

বিজ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষনা, পরীক্ষা-নিরিক্ষীয় ওয়াজ-নছিহত করতে করতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলেছেন। কিন্তু 'আমি' কে? তো দুরের কথা। আপনি কার। কোন বীজের উৎপত্তি। তার গায়েবী ইমান ছাড়া এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত দলিল ডাটাবেজ আপনার হাতে নেই বলেই বিশ্বাস। আর একজন ডক্টরেট। ১৪ শত বৎসরের সেরা ১০০ জনের প্রধান সেরা অথবা না-ই বা সেরা, বিলিয়নস লোকের সন্মানিত ও বিশ্বাস ভাজন নবী মোহাম্মদের (সাঃ) রিসার্স করতে করতে একটি মাত্র গুপ্ত জায়ান্ট ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। কুৎসা গাইতে গাইতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের হিরো হওয়ার পরীক্ষিত ডাটাবেজ স্বপ্ন দেখছেন। তৃতীয় আর একজন ডক্টরেট, কুৎসা গাইতে গিয়ে নামের বিড়ম্বনা রোগে অক্লান্ত। বাপের দেয়া নাম উচ্চারনে ভয় পান। উহাতে নাকি মৌলবাদ বিধ্বংসী বারুদের গন্ধ আছে। শুনলেই নাকি মৌলবাদীরা ঝাপিয়ে পড়বে। তাই বার বার নাম পরিবর্তন করছেন। বৈজ্ঞানিক নাম এখন পর্যন্ত খুজে পাননি।

এহেন বৈজ্ঞানিক ডক্টরেটস ডিগ্রীধারী উম্মত/উন্মাদদের নিয়ে গুরুর গুরু মিলিয়ন-বিলিয়ন মানুষ, পশু এমন কি পৃথিবী খুনের অগ্র-নায়ক। আপন সৎ কন্যাসহ ১২ কন্যার স্বামী-বান্ধব। [দ্রঃ ইত্তেফাক, ১২-০৭-০৬] [পুরুষেরও স্বামী ছিলেন কি না তা এখনও খোলাসা হয়নি।] খুনী নোবেল বিজয়ী হযরত আলবার্ট আইনস্টাইন (পি এইচ্ ডি ডিগ্রিহীন) কি করতেন কে জানে!! মাফ করবেন। ডাকাত, খুনী বলেছি এজন্য যে পৃথিবীশুদ্ধ উড়িয়ে দিলে মানব কল্যাণে মহামূল্যবান 'থিউরী অব রিলেটিভিটি'ও উড়ে যাবে। যেখান থেকে আসছিল ঠিক সেখানেই পুনঃ ফেরৎ যাবে।

জ্ঞানের অনুশীলনই বিজ্ঞান।

জ্ঞানহীন বিজ্ঞানই শয়তান।

বিজ্ঞানহীন জ্ঞান অদৃশ্য।

অদৃশ্যেই কামনা, বাসনা।

উহাই ধ্যান উপাসনা।

উপাসনাই বিজ্ঞানের সুচনা।।

অনুরূপ গর্দ্দব খাটুনী আর যেন করতে না হয়। তাই সবিনয় নিবেদনঃ

বহুদিন পুর্বে আক্ষেপ করে লিখেছিলেনঃ কেহ আপ্নাকে আস্তিক বলে, কেহ বলে নাস্তিক; আবার কেহ বলে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পলিটিক, অন্যরা বলে রাজনীতিবিদ, অর্থ নৈতিক,সাহিত্যিক, হিন্দু বিরোধী, মুসলমান বিরোধী, ধর্ম বিরোধী, সেকুলার ইত্যাদি। হরসঙ্কুল্ল বা হতাস হয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন 'এখন আপনি কি করবেন। কোথায় যাবেন।'
গায়ে পড়ে পরামর্শ দিয়েছিলামঃ টিরকুট -৪৬ (সম্ভবত) বোর্ড বাঁধাই করে, বগলদাবা করতঃ দেশে ফিরে আদি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করুন। বাংগালী হেতু বিনা পয়সার পরামর্শ হারাম জ্ঞান করে পাত্তা দেননি। আবারও একটু সেন্সর, সহজ করে বলিঃ দেশে ফেরার দরকার নেই। এখানেই আদি ব্যবসাটি চালু করুন। আশা করি পর্ন ব্লাক মার্কেটিং ব্যবসার চেয়ে ভালো ফল পাবেন। ব্যবসাটি ভুলে গেলে সেতারা হাসেমের স্মরনাপন্ন হোন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। বিজ্ঞান বলে, কোরান বলে, হাদিছ বলে, আমি বলি, আপনি বলেনঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় দুঃখ কষ্ট বা শরমিন্দার বালাই নেই।

স্মরনীয় যে, ব্যক্তিগত প্রেস্টিজ পাঙ্ক্চার যাতে না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এবং আপনার পূর্বাপর অধিকাংশ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর পরীক্ষিত ডাটাবেজ অনুসরনেই যারপর নেই লেখা হয়েছে। তদুপরি অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

বিনীত